রবীন্দ্রগল্পে যবন
অথবা গল্পের যবনিকা
- বিপ্লব

যবন কথাটি গ্রীকদের বোঝাতে ব্যবহৃত হত প্রাচীনকালে। মানে বিদেশী। পরে মুসলমানদের আক্রমন শুরু হলে, তাদেরও বলা হল যবন, মানে আক্রমনকারী বিদেশী। রবীন্দ্রনাথ এই শব্দের কোন ভুল বা বিদ্বেশপূর্ণ ব্যবহার করেন নি।

যাইহোক সাদা কামালীর যাবনিক রবীন্দ্রকীর্তনের উত্তর দেওয়ার মতন গ্রন্থসম্ভার এখন প্রবাসে নেই। সময়ও নেই। শুধু মনে রাখা দরকার, লেখককেও পাঠকদের কথা ভাবতে হয়। এবং ১৯১০ সালে, যতদূর জানি মোটে ৫-৭% লোক ছিল শিক্ষিত। মুসলমানরা তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ বটে, তবে, রবীন্দ্রপাঠকদের মধ্যে তাদের সংখ্যা বোধ হয় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হত। এছারা কবি মুসলমান পরিবারে জন্মান নি বা বড় হন নি, তাই মুসলমান চরিত্র গঠন থেকে বিরত থেকেছেন। কারণ অবশ্যই মুসলমান সংস্কৃতি নিয়ে জ্ঞানের অভাব। সে যাক।

আমার বক্তব্য সাদা কামালী তিনটি ছোট গল্পেরই ভুল বিশ্লেষন করেছেন- দালিয়া, ক্ষুদিত পাষাণ এবং মুসলমানীর গল্প । গল্পের প্লট এবং চরিত্র না বোঝায়, উনার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রমানস ছিল মুসলিম বিদ্বেশ এবং তাচ্ছিল্যে পূর্ণ!

প্রথম বিশ্লেষন করেছেন মুসলমানীর গল্পের।

আমি আগেও বলেছি, আবার বলছি, না জানি কতবার আমাকে বলতে হবে, গল্পকারের নিষ্ঠা থাকে প্লট এবং চরিত্রের প্রতি, সাহিত্যরসের প্রতি।

সাদা কামালীর অনুযোগ এই গল্পের দুই মহৎ চরিত্র হবির খাঁ এবং মেহেরজান, হিন্দু গর্ভজাত! শুধু কি তাই, তাঁর কটাক্ষ যে, রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষে বলছেন, নিম্ন বংশীয় মুসলমানরা হিন্দুদের শ্রদ্ধা করতে জানে না!

আমি সাদা কামালীর সাথে শুধু একটি মাত্র ব্যাপারে একমত, যে এটি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক দৃস্টিভঙ্গীতে নিম্নমানের গল্প।

কিন্তু হবির খাঁ এবং মেহেরজান হিন্দুগর্ভে না হলে বা হবি খাঁর মহলে হিন্দুত্ব না থাকলে, গল্পে যেটুকু সাহিত্যরস অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও থাকে না।

তখনকার দিনের নবাবদের অনেকেই ক্ষাত্রবংশীয় হিন্দু রমনী বিয়ে করতেন এবং তাদের ছেলে পুলেরাই হতো পরবর্তী নবাব বা সম্রাট (যেমন জাহাঙ্গীর ছিলেন আকবরের প্রধান মহিষী, যোধপুর রাজকন্যার সন্তান)। এটাই ছিল রাজনীতি। আকবরের অন্দরমহলে কোন মুসলমান গন্ধতো ছিলই না বরং তাঁর গিন্নীর কল্যানে

সর্বদা পূজা অর্চনা লেগে থাকত! স্বয়ং সম্রাটও এতে যোগ দিতেন! পশ্চিমবঙ্গের অনেক বনেদী মুসলমান গৃহেই দূর্গা বা কালী পূজা হয়-কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি দেখেছি ওই সব বংশে কোন না কোন সময় হিন্দু রমনীরা বেগম হয়ে এসেছেন এবং স্বধর্ম রক্ষা করেছেন। এতে মুসলমান শাসকদের উদারতা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষনতা উভয়ই রক্ষা হয়েছে। সাদাকামালী যে ইসলামকে চেনেন সেটা আরবের টাকার ইসলাম, তার সাথে আমার চেনা বাঙালী ইসলামের মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ বা আমি যে ইসলাম কে দেখেছি সেখানে ইসলামে কোন হিন্দু বিরোধিতা নেই, বরং তারা অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দু দেবদেবীদের পূজা করে। মানত রাখে!

হবির খাঁ যদি হিন্দু গর্ভজাত না হত, তাহলে এটা বোঝা যেত না, যে যুগে যুগে ইসলামের উদারতায় এবং আশ্রয়ে, হিন্দু ধর্মের হাতে অত্যাচারিতরা নিজেদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করেছে। এবং ইসলামের উদারতার ইতিহাসটাও ধারাবাহিক। কমলার ঘঠনাকে বিচ্ছিন্ন ভাবলে, গল্পের প্লটের ব্যঞ্জনা নষ্ট হয়। হবিরের বংশের সবাই মুসলমান হলে, মুসলমানদের উদারতা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়-সাথে সাথে এই দুর্বল গল্পটা খোঁড়া পায়েও দাঁড়ায় না!

হবির খাঁ হিন্দুদের নিষ্ঠুর প্রথার শ্রদ্ধা করেন সেটা লেখক কোথায় পেলেন?

কমলা যখন কাকার কাছে ফেরত যেতে চাইছিল, হবির খাঁ বলছেনঃ

‘বাছা, ভুল করছ, আজ তোমার বাড়ীতে কেও তোমাকে ফিরে নেবে না, তোমাকে পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবে—‘

হবির খাঁ জাতিভেদ শ্রদ্ধা করেন না, ওটা বলেছেন শুধু কমলাকে অভয় দিতে। হবির যদি প্রথমেই কমলাকে বৈপ্লবিক ডায়ালোগ দিত যে সে হিন্দুধর্মের প্রথা মানে না, কমলাতো ভয়েই আত্মহত্যা করত! ওখানে অন্যকোন ডায়ালোগ দাঁড়ায় না।

এবার আসি দালিয়া গল্পে। এটাতে সাদা কামালীকে রবিকাকা একদম ফর্সা করে দিয়েছেন। আমিনা এবং জুলিয়া, আসলেই এক নারী। বা নারীর দুই মন-যারা চাই দুই ভিন্ন প্রেমিক। এক মন (আমিনা) খোঁজে বিশুদ্ধ প্রেম যা কবির ভাষায় বিশুদ্ধ হৃদয়াবেগ। যেখানে রাজসিংহাসন নেই, নেই হিংসা, নেই ক্ষমতার জন্য জিঘাংসা। আছে শুধুই অনাবিল প্রেম !

সেখানে নারীর অন্যমন (জুলিয়া) খোঁজে আভিজাত্য, রাজসিংহাসন বা ক্ষমতা -প্রতিরোধ স্পৃহায় সে খোঁজে নিজের অস্তিত্ব!

কিন্তু তার মানে কি নারীর চাহিদা ভিন্ন? এখানেই কবির খেল! উনি বলছেন আপাত দৃস্টিতে একজন খোঁজে অরণ্য, অন্যজন চাই সম্রাট। নারীর সেই কামনার গঠন হল-দালিয়া। যিনি একাধারে সম্রাট এবং অরণ্য।

স'ম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়েই কাহারও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না--'

তাই আপাত দৃস্টিতে ভিন্ন হলেও নারীর এই পরস্পর বিরোধী চাহিদা আসলেই আলাদা নয়। সে চাই এক স্বাধীনচেতা স্বরাজ্যের অধিপতি—সেই হল দালিয়া! সেটাই গল্প! গল্পটি খুব উৎকৃস্ট মানের না হলেও, জুলিয়ার চরিত্র না ফোটানোর অভিযোগ ধোপে টেকে না। কারণ জুলিয়ার চরিত্রে শাহাজাদীয় ডিটেলেসর এখানে কোন দরকার ছিল না- দরকার ছিল তার মনের ডিটেলেসের। গুরুদেব সেটাই দিয়েছেন। অন্য ডিটেল দিলে, গল্পের ফোকাস নস্ট হত- যেটা হত গল্পের দুর্বলতা। এই গল্পের আসল দুর্বলতা দালিয়া-জুলিয়া সম্পর্কের চিত্রায়নে।

ক্ষুদিত পাষান সম্মন্ধেও সাদা কামালীর অভিযোগ মানা যাচ্ছে না। এই গল্পে ফ্রয়েডিয়ান (থুরি, এখন বলা হয় বিবর্তনবাদী) অবচেতন কামনার নারীটি ইরাণী দাশী না হলে, গল্পটা দুর্বল হয়। বাঙালী হিন্দু মেয়েদের গঠন গোলগাল, দৈর্ঘ্যে ছোটখাট। নাক বোঁচা! তুলনায় ইরানী মেয়েদের গঠন আর্য্যরক্তের-লম্বা, চোখ টানা টানা, নাক টিকালো। সব মিলিয়ে চোখা চেহারা- যাতে বাঙালী মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী যৌন আবেদন! সেই সময় কলকাতার সবচেয়ে দামী বারবাণিতারাও ছিলেন পশ্চিমদেশীয়। যাকে দেখে কামনা জাগে, অথচ সামাজিক বাধায় দেহমিলন হয় না, তাকে ঘিরেই অবচেতন যৌন আকাঙ্খা ডুব দেয়-ভেসে ওঠে স্বপ্নে। বা শা-মামুদ শাহের পরিতক্ত প্রাসাদে, যেখানে বিলাসী সম্রাটদের ভগ্নস্তুপে অবচেতন কামনায় আগুন জ্বলে। বেড়িয়ে আসে মনের গভীরতম প্রাসাদে নির্বাসিত তরুণী ইরাণী ক্রীতদাসী। **ক্রীতদাসী** শব্দটির বহুল ব্যবহারে, পুরুষমনের ভোগ লিপ্সার উম্মোচন হয়েছে। সেই প্রাসাদে মুসলমান ভৃত্য না থাকলে, নবাবশাহীর ভাবটাই আসত না- যা অবচেতন মনের খনন কার্যে একান্তই দরকার। আশেপাশের সবাইকে মুসলমান বানানো হয়েছে একই কারনে। সুতরাং মুসলমানদের অবজ্ঞা করতে, গুরুদেব তাদের চাকর বানিয়েছেন, তা ভিত্তিহীন এবং হাস্যকরও বটে। তবে ক্ষুদিতপাষান গল্পটি সাহিত্যবিচারে বেশ নিম্নমানের গল্প। এই একই গল্প চেকভ লিখলে, শব্দবাহুল্য বাদ দিয়ে মাশুল কালেক্টর বাবুটির মনন গঠনের ইতিহাস নিয়ে অনেক কাঁটাছেঁরা করতেন। এই 'ইতিহাসের' অভাবে এই গল্প খুবই দুর্বল।

যাইহোক, সাদা কামালী আমাদের আরো গভীরতর রবীন্দ্রনাথ উপহার দেবেন, এটাই আশা রইল। আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গীয় রবীন্দ্রপুজারক হিন্দু বলে গালাগাল দিতেই পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রগল্পের এই মানের সমালোচনা, এপার বাংলায় কিন্তু হাস্যকর বলে বিবেচিত হবে।